ছোট্ট এই গল্পের পরে বাকিটা পাবেনঃ

নাড়াইল থেকে খুলনা: এক অদেখা পথচলা

ভেঙে পড়া ও আবার উঠার গল্প

নাড়াইল থেকে খুলনা: এক অদেখা পথচলা

ভেঙে পড়া ও আবার উঠার গল্প

আর আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। ফলাফল - দেখি খুলনা bl collage সে সিট পেয়ে গেছে। সে ভীষণ খুসি হয়ে । আমি তাকে তখন শুধু এইটুকুই অনুরধ করলাম শামু ওখানে ভর্তি হয়ে আমাকে ভুলে যাবে না তো? আমাকে ব্লক করে দিবে না তো?

ডেভেলপার এর কিছু কথা হাই বন্ধুরা আমি হেলাল। আমি আজ থেকে গত ৪ বছর ধরে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট শিখছি। আমি অতান্ত দরিদ্র পরিবারের ছোট্ট সন্তান। আমি ২০১৯ সালে ssc তে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে 3.92 পয়েন্ট এ পাস করি। যদিও আমিও ভাল ভাবে পরতে পারিনি। আমি আমার পরিবারের জন্য রাজ মিস্ত্রির এবং আমাদের মাঠের জমির কাজ করতাম। আমার কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ভীষণ সপ্ন ছিল। কিন্তু আর্থিক অচ্ছলতার জন্য পরতে পারিনি। HSC তে মানবিকে ভর্তি হই। ভর্তি হয়েই আমি রাজ মিস্ত্রির কাজ করতে শুরু করি। আমি ভেবেছিলাম প্রথম বছর রাজ মিস্ত্রির কাজ করে আমার পরিবারের কিছুটা হলেও কষ্ট কমবে। আর আমি দ্বিতীয় বছর ভালভাবে পড়ালেখা করলে আর university admison এর প্রস্তুতি নিলে আমি পারব। এর পরে আমি যখনি সব গুছিয়ে কলেজে যাওয়া

শুরু করলাম ওইদিন ই বাংলাদেশে ১৬ may 2020 অনিরদ্রিষ্ত কালের জন্য স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। এর পরেও আমি ভাল করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু হতাথ এক প্রতারক আমার বিকাশ থেকে ২৫ হাজার টাকা নিয়ে গেল। আর অই থেকে আমার জিবনের মোড় একদম ঘুরে গেল। কেউ কোন ভাবে আমাকে একটুও হেল্প করল না। আমি সব কিছু বাদ দিয়ে আবার কাজ করতে শুরু করলাম। টাকা শোধ করার জন্য। আমি ভীষণ ভাবে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পরলাম। কিন্তু মানুশ আমাকে নিয়েই মজা নিতে শুরু করলো। এভাবে আমার আর কোন ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হোল না। তারপর কোন মতে সরকারের সহায়তায় HSC 4.67 পেয়ে পাশ করলাম। আমি আর কোন ইউনিভার্সিটি তে ভর্তি পরিক্ষা দিলাম না। আমি আগেই মারা গেছিলাম। কোন মতে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তে আবেদন করলাম। অবশেষে ফারিদপুর রাজেন্দ্রা কলেজ এ BBA এ তে টাকা ধার করে ভর্তি হলাম। আমার ভীষণ ইচ্ছা ছিল আমার জীবন টা আবার নতুন করে শুরু করার। তবে এতটা দরিদ ভাবে কাটছে যে আমি এখানে থেকে কোন ভাবেই পরতে পারলাম না। আমার বন্ধু তালহা জুবায়ের আমাকে অনেক হেল্প করছে। জিবনে একজন বন্ধু হয় ভাইয়ের মত। আর আমার সেই বন্ধু টা হোল তালহা জুবায়ের। ------ -

আমি জিবনে কনদিন আমার বন্ধুকে ভুলে জেতে ছাইনা।

তো এভাবে চলছে। এর মধ্যে আমাকে হতাথ ফেসবুক এ একটা মেয়ে

এসএমএস করে। আমি আসলে মেয়েদের দিকে তাকানো তাদের শাথে কথা বলা এসব পাপ মনে করি। যে কারনে রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় আমি নিচের দিকে তাকিয়ে জেতাম। তায় আমি ফেসবুক এ কনদিন কাওকে এসএমএস করিনা। কিন্তু এই মেয়ে টা অনেকগুল এসএমএস দেওয়ার পর আমি তাকে রেপ্লাই দেই। আমি জানিনা কেন তাকে রেপ্লাই দিয়েছি। সে নিজেই আমাকে সর্বদা এসএমএস দিত নিজ থেকে আগে আগে। আর প্রতিদিন সকাল ৬ টায় সে ঘুম থেকে উঠেই আমাকে আগে গুড মর্নিং। কেম্ন আছেন? এসএমএস করত। তারপর আমি সকাল ৯ টায় ঘুম থেকে উথে তাকে রেপ্লাই দিতাম। এভাবেই সে নিজে থেকে কল দেই এসএমএস দেই। আমাকে এসএমএস কল দিতে জর করে। এভাবে আঁশতে আঁশতে দিন চলে জাচ্ছে আর আমি একটু একটু করে ডেভেলপমেন্ট শিকছি। আঁশতে আসতে তার জন্য আমার মনে একটু একটু মায়া জমতে লাগলো। আমি জানতাম সে আমাকে বেশিদিন মনে রাখবে না। যে কারনে আমার ভীষণ খারাপ লাগ্লেও আমি নিজে থেকে তাকে কোন এসএমএস বা কল দিতাম না। দিলেও মাঝে মধ্যে দিতাম। আমি বুঝতাম তার এত ভাল এত শুন্দর একটা মেয়ে আমার মত এত কষ্টে মানুষ হওয়া দরিদ্র ছেলের জীবন নস্ত করবে না। এভাবেই চলতে চলতে একদিন নাড়াইল এ সুলতান মেলা য় আমি হতাথ করে যায়। কিন্তু সে তখন নাড়াইল এ ছিল না। তার বারিতে ছিল। আমি তার জন্য ফুল আর শুন্দর ৪ টা চুড়ি কিনে তার এক বড় আপুর কাছে

দিয়ে আসি। আর সে পরদিনই এসে সেই চুড়ি গুল হাতে নিয়ে আর ফুল গুল ধরে ছবি তুলে আমাকে দেখায়। জা আমার ভীষণ ভাল লাগে। এর কিছুদিন পরে ২০২৪ এর ফেব্রুয়ারী চলে আসে। ফেব্রুয়ারী ৮ তারিখ বেলা ২ টা আমি তখন কোডিং করছিলাম আর সে তখন আমাকে কল দিয়ে বলে আজকে কই তারিখ ? আর আজকে কি দিন? আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি আশলেই কিছুই জানতাম না। তখন সে আমাকে propose করে এভাবে শামু বলে (আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমি আপনাকে আমৃত্যু ভালোবাসি) । এটা বলেই সে কল কেটে দিলো। আমি কিছুই টের পাচ্ছিলাম না কি হয়ে গেলো। আমার এতটা খুসি বধয় এর আগে কোনদিনই হয়নি। এভাবে সে প্রতিদিন আমাকে একেভাবে surprise দিত। বলতে ভুলে গেছি সে Nursing এ প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিছুদিন পর পরিক্ষা হোল। আর সে বারিতে চলে গেলো। আর বারিতে গেলে সে আসতে আসতে আমার শাথে কথা বলা কমিয়ে দিলো। মানে নিজের প্রয়জনে ছাড়া আর এসএমএস বা কল দিলো না। আমি জানিনা তার হয়ত সব থেকে বড় সপ্ন ছিল Nursing এ ভর্তি হওয়া। যে কারনে সে হয়ত অনেক কষ্ট পেয়ে আমার শাথেও কথা বলা অফফ করলো। তবে তার মধ্যে আমি কখন upset খুজে পাইনি। এর পরে আমাকে বলল সে নাড়াইল এ কোন ভাবেই পরতে চাই না। সে এটা নিয়ে কান্না করতেও লাগলো। আমি তাকে বেশ ভাল শান্তনা দিচ্ছিলাম। আর বলছিলাম আল্লাহ ভরশা আল্লাহর অপর ভরশা কর তিনি তোমাকে

দেখবেন। তমার মনের ইচ্ছা পুরন করবেন। সে আমাকে বলল আল্লাহ নাকি তার মনের ইচ্ছা পুরন করেনি। আমি মনে মনে ভাবলাম কোনটা তমার উত্তম আর কোনটা তোমার জন্য উত্তম না সেটা আল্লাহ ছাড়া তুমি নিজেও জান না। এভাবে একদিন হতাথ আমি দেখতে পাই জাতিয় বিশবিদ্দালয় ঘোষণা করলো তারা আবার ভর্তি করবে। আমি তাকে এই সুসংবাদ টা দিতেই সে ভীষণ খুসি হতে লাগলো। তারপর আমিই তাকে আবেদন করতে বললাম তার পছন্দের Khulna BL Collage e □ সে আমাকে অ্যাপ্লাই করতে নিশেদ করে বাজারে গিয়ে কম্পিউটার এর দোকানে গিয়ে আবেদন করলো। সে কম্পিউটার দোকান এর কথায় khulna piooner collage আবেদন করে আসলো। তারপর আমরা আবেদন পত্র টা collage e জমা দিতে গেলাম। সে আমি আর তার বোন । এই ৩ জন মিলে। আমি ওইদিন সকালেই অনেক আগে থেকেই রেডি হয়ে তাদের কথা মত নাড়াইল মালিরবাগ BGB কাম্পে মোরে ৯ টায় পৌছিয়ে গেলাম। কিন্তু তারা অন্তত ১ ঘণ্টা দেরি করে আসলো। আমি অবশ্য এর আগে কখনো খুলনা যায় নি। জেকারনে কিছুটা নার্ভাস লাগছে। তারপরে আবার তার সাথে আজই প্রথমবার দেখা হবে। যখন তাঁকে আমি দেখলাম সে আমার দিকে হেটে আসছে অটো থেকে নেমে। আমি তার দিকে এক দৃষ্টিটিতে তাকিয়ে আছি। সেখানে অনেক লক ছিল আমি ভীষণ ভাবে মাতাল হয়ে গেছি তাঁকে দেখতে। সে এসে আমাকে দাক দিলো আমার হুস ফিরল। অনেক ক্ষণ খুলনার পরিবহন বাস খুজেও পেলাম

না। ওইদিন মুলত হরতাল ছিল জুলাই আন্দলন এর । তারপর কালিয়া এর লোকাল বাস এ উঠলাম। আর তারা আমার সমানের সাইট বসলো। আমি শুধু তাঁকে দেখছি আর বিস্মৃত হচ্ছি। কখন যে বারইপারা মধুমতি নদির ঘাঁটে চলে আসলাম আমি বুঝতেই পারলাম না। ওখানে সেতু হতে এখনো ২ পিলার এর মাঝে বাকি। টায় টলারে করে নদি পার হতে হবে। সে অনেক ভয় পাচ্ছিল। আমি তাঁকে শান্তনা দিয়ে বলি আমি আছি না কিছুই হবে না ইনশাল্লাহ। আমরা নদি পার হয়ে ভ্যানে করে কালিয়া তে খুলনার বাস স্ট্যান্ড এ গীয়ে খুলনার বাস এ উঠি। বাস আবার এপারে খুলনা রুপ্সা সেতু মানে সেই মধুমতি নদিই আমার এখানে নাম রুপ্সা সেতু এর ফেরিঘাটে চলে আসছি। এখন সে আর বেশি ভয় পাচ্ছে। সে আর এইদিক দিয়ে কোনদিনই আশবে না। আমাকেও সে বকা দিচ্ছে। আরে ভাই আমি কি আগে কনদিন খুলনাতে আসছি নাকি। জায়হক ফেরিতে উথে নদি পার হয়ে একটা অটো তে করে pionner girls collage আসি। ওই অটো অওালার মেয়েও এখানে ভর্তি হয়েছে জানতে পারি। এর পরে যখন কলেজে গিয়ে আবেদন পত্র টি জমা দিয়ে এসে বাহিরে চলে আসলো সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো । সে এই কলেজে কোন ভাবেই ভর্তি হতে চাই না। আমি তাকে অনেক শান্তনা দিতে থাকলাম। এর পরে যখন release slip এ আবেদন করা লাগবে তখন আমি নিজেই শুন্দর করে কলেজ গুলো তার পছন্দের প্রিয় কলেজ khulna bl collage এ আবেদন করে দিলাম। আর

আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। ফলাফল - দেখি খুলনা bl collage সে সিট পেয়ে গেছে। সে ভীষণ খুসি হয়ে । আমি তাকে তখন শুধু এইটুকুই অনুরধ করলাম শামু ওখানে ভর্তি হয়ে আমাকে ভুলে যাবে না তো? আমাকে ব্লক করে দিবে না তো? সে আমাকে বলল আমি আপনাকে কোনদিনই ব্লক করব না। কোনদিনই ভুলতে পারব না। তারপর ভর্তি আবেদন পত্র টি আমার কাছে ছিল। তাকে আমি pdf কপি দিতে ছাইলেও সে আমাকে নিজে নাড়াইল এ আসতে অনেক জারাজরি করতে লাগলো। অবশেষে তার কাছে হার মেনে আমি তার আবেদন পত্র টি নিয়ে নাড়াইল এ তাদের আগেই আমি এসে বসে আছি। তারপর তারা আসে। তারা মোট ৪ জন আসে। ইতি মধ্যে তার আপুর বিয়ে হয়ে গেছে। সেই আপু, তার জামায়, আর জামাইয়ের একটা ভাই আসে। আমি অদের ৪ জন কে দেখতে পাই। তবে আমার চখ জাই সেই ছেলের দিকে। যে কিনা শামুর পাশেই দারিয়ে ছিল। এক মুহূর্তেই আমার ভিতর ভুমিকম্প হতে শুরু করলো। আর এতটা কষ্ট হতে লাগলো যে আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারলাম না। শুধু তাকে ডকুমেন্ট টা হাতে দিয়েই আবার সোজা হেটে চলে আসছিলাম। একদম বিপরিত দিকে জেতে থাকলাম । তবে আমি যখন ভিক্টোরিয়া কলেজ এর পেছন দিক থেকে এসে নাড়াইল স্বর্ণপট্টি গলিতে আসতে তারাও দেখি আমার সামনে। এইবার দেখি সেই ছেলেটি এখানে নেই। আর তখন সে নিজ থেকেই আমার সাথে কথা বলল , তার দুলাভাইয়ের সাথে পরিছয় করিয়ে দিলো। আর বলল আমি কেন চলে

আসলাম। সে আমাকে রাগ করলো। আর সে আমার থেকে অনুমতি নিয়ে বারি চলে জেতে লাগলো। এভাবে বলল শামুঃ হেলাল আমি তাহলে বারি চলে যায়? আমি কিছুই বলতে পারলাম না। তখন আমি হেটে আসতে লাগলাম। তবে আমার পা কিছুতেই চলছিলো না। আমি জিবনেও আমার জীবন নিয়ে আমার দরিদ্রতা নিয়ে আফসস করিনি। আমার ছেহারা শরীর নিয়েও কনদিন আফসস করিনি। তবে ওইদিন আমি ভীষণ আফসস করলাম। আমি আল্লাহর কাছে নিজেকে নিয়ে অভিযোগ দিলাম। কেন আমি বড়লোক আর দেখতে শুন্দর আর হান্দসাম হলাম না। আমি কাদতে কাদতে নাড়াইল বাস টার্মিনাল এ চলে আসলাম। এভাবে কাদতে কাদতে বারি আসলাম। বারিতে আশার পর দেখি সে ৩,৪ টা কল দিয়েছে আর অনেক গুলো এসএমএস । আমি তাকে প্রথমেই জিগ্যেস করলাম ছেলেটা কে ছিল? সে বলল তার দুলাভাইয়ের ছোট ভাই (আপন নয়) । তার এখানে একটা দোকান আছে। সে এমনিই এসেছিলো তার ভাইয়ের সাথে। আচ্ছা আমিও বাদ দিলাম।

এর পরে সে ভর্তি হতে যাবে। তার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে তাই সে জেতে পারবে না। তার আব্বুর যাওয়ার কথা থাকলেও ছুটির অভাবে তিনি জেতে পারলেন না। তার আব্বুর তার কাজিন কে শামুর সাথে খুলনা তে পাঠাল। আর সে ভর্তি হয়েই আসলো। আমি তার জন্য অনেকগুল বাসা , ম্যাস , সুব্লেট খুজলাম তার কথাই। তারপর সে তার নিজ পছন্দে একটা বাসা পছন্দ করে confrim kore করে

আমাকে জানালো আর December একদম শেষে খুলনা চলে গেলো। আর আমি তাকে কোনদিনই পেলাম না।

এমনটা নয় যে আমি তাকে কোন এসএমএস বা কল দেইনি। তাকে প্রতিদিন অন্তত ৫০০ এর উপরে এসএমএস দিয়েছি আর ১০০ এর উপরে কল দিয়েছি। তবে সে একটা কল বা এসএমএস এর রেপ্লাই দিলো না। আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম। আমার আব্বা মা আমাকে কত কিছুই বলল কিন্তু কারো শাথেই কোন কথা বলতে পারিনি। কিভাবে দিন কাটছে বলে বোঝাতে পারব না। আমি আমার মায়ের পাশে গীয়ে কিছুক্ষন বসে থাকছি। ভাবছি আমার মাকে জরিয়ে ধরে ভীষণ ভাবে কান্না করে সবটা বলে দেই। আমি কিছুতেই কান্না আটকে রাখতে পারছি না। আমি দৌড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আমার ঘরে এসে গামছা মুখে দিয়ে কান্না করতে থাকি। আমি জানতাম না কিভাবে আমার দিন কাতবে। আমি ছোটবেলাই প্রছুর কাদতাম। কিছু হলেই কাদতাম। তারপর বড় হতে হতে কান্না বন্ধ হয়ে গেলো। মাঝে মাঝে ভাবতাম এখন কেন কাদিনা? তবে আমার সেই ভাবনা টা এভাবে সত্যি হবে কোন ভাবেই বুঝতে পারিনি। যখনি ভাত খেতে বস্তাম তখনি শামুর কথা ভীষণ মনে পরত। আর গলাই অনেক ব্যাথা লাগত। আমি কান্না করতাম। ভাত খেতে পারতাম না।

এখন তার জন্য ভীষণ মন খারাপ হয়। তবে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। আমি এখন আর কান্না করি না। আমি বুঝতে শিখে গেছি

কেউ চিরো দিন থাকে না। যে মানুষ টাঁকে জিবনের সব থেকে বেশি ভালবাসলাম সেই মানুষটাকেই আমি হারিয়ে ফেললাম নাকি সে আমাকে ছুরে ফেলে দিলো নাকি আল্লাহই চাননি আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনাদের এত কিছু বলার মধ্যে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সবাই তার ভালোবাসার মানুষটার জন্য আল্লাহর কাছে একবার না একবার মনাজাত এ দোয়া করেই। তবে আমিও করেছিলাম। আমি মনাজাতে আল্লাহকে বলেছিলাম। আল্লাহ আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি। আমি ছাড়া আপনার এই পৃথিবীতে নেক বান্দার অভাব নেই। আমি হয়ত এই পৃথিবীতে আপনার সব থেকে দুরের আর সব থেকে বেশি পাপ করা বান্দা। কিন্তু আল্লাহ আপনি ছাড়া তো আমার আর কেউই নেই। আমার মনের কথা শনার মত কেউ নেই। আপনার তো কত কিছুই আছে কত মানুষ আপনাকে ভালবাশে। কত মানুষ আপনাকে ডাকে। কিন্ত আল্লাহ আমাকে কেউ ভালবাশে না কেউ ডাকে না শুধু আপনি ছাড়া। আল্লাহ আমি বোধহয় অই মেয়েকে আপনার থেকেও বেশি ভালবেশে ফেলেছি। আমি আপনাকে ভালোবেসে কখনো কাদতে পারিনি। কিন্তু অই মেয়েটিকে ভালোবেসে কেদেছি। আল্লাহ আমি অনেক বড় পাপ করে ফেলেছি। আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আমি অই মেয়েকে চাই না। আমি শুধু আপনাকে চাই। আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ আপনি আমার মনের প্রতিটা কোনা থেকে তার সকল সৃতি , তার জন্য সব টুকু মায়া মুছে ফেলুন। আল্লাহ আমি আপনাকে

ভালোবাসি। আল্লাহ আমি চাই আমার হৃদয়ে শুধু আপনার জন্য ভালবাশা থাকুক। আর কনদিন কারো জন্য ভালোবাসা না থাকুক বা আর কনদিন কারো প্রতি মায়া না জন্মাক।

এসব বলে আমি আছরের নামাজের মনাজাত শেষ করি।

এর পরে অনেকবার আমি আল্লহর জন্য কান্না করেছি। হয়ত আল্লাহ আমার একটা দোয়া কবুল করেছে। এখন আমার আল্লাহর কথা স্মরণ হলে হৃদয় এক নরম কান্না চলে আসে। আমি এখন আল্লাহর কথা মনে স্মরণ হলেই একটু হলেও চোখে পানি আসে। আল্লাহর কথা স্মরণ হলেই আমি তউবা করি। আমি দুরুদ শরীফ পাঁট করি। আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করি। তবে আমি আল্লাহর কাছে ওইদিন ২ টা দোয়া করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমার একটা দোয়া কবিল করছে ২য় টি এখনো কবুল করেনি। এখনো কেন আমার শামুর কথা মনে পরে আমি বুঝতে পারিনা। আল্লাহ আমার এই দোয়াটা কবে কবুল করবে আমি জানি না।

এখন আপনি যদি আমার এই লেখা টুকু পড়ে থাকেন তবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন

আমি কি অপরাধ বা দোষ করেছিলাম?

আমি কি অপরাধে এই শাস্তি টা পেলাম?

আমি কি ওই মেয়েকে বলেছিলাম আমার জিবনে আসতে?

আমি কি বলেছিলাম প্রতিদিন সকালে আমাকে এসএমএস দিতে?

আমি কি বলেছিলাম আমাকে ভালোবাসা সেখাতে?

আপনি যদি মেয়ে হন আপনার পায়ে পরি কখনো কোন ছেলের থেকে হেল্প এর দরকার হলে কখনই এম্ন ভাবে তার সাথে মিশবেন না সে মনে করবে আপনি সত্তিই তাঁকে ভালোবাসেন। কারো সাথে মিথ্যা অভিনয় করবেন না। একটা মানুষ কে মেরেও তার চোখের পানি বের করা যায় না। তবে ছলনা করে তার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করে টাকা জিবিত মেরে ফেলা যায়। তার সমস্ত সপ্ন মুছে ফেলা যায়। আপনাদের কাছে আমার অনুরধ কখনো কাওকে ধোঁকা দিবেন না। একা কিত্ত কাটানোর জন্য বই পরবেন , গেম খেলবেন কিছু শিখবেন। তবুও কারো সাথে মিথ্যা ভালোবাসার অভিনয় করবেন না। কেউ যদি আপনার কারনে একদিন কাদে তবে সেটা ফেরত এসে আপনি ১০০ দিন কাদবেন। হয়ত ১ বছর পড়ে নয়ত ১০ বছর অথব শেষ বয়সে না হলে পরকালে। তবে কাদতে আপনাকে হবেই। যাকে আপনি কষ্ট দিলেন তার মনে কষ্ট থাকতেই ক্ষমা ছাইতে না পারেন তবে তার পরা ক্ষমা চাইলে আর ক্ষমা পাইবেন না। END

আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে এখান থেকে বাকিটা শুরু ;

৭ বছর পূর্বের আবিরের সাথে বর্তমান আবিরের আকাশ পাতাল পার্থক্য। দেখেও যেনো চেনার উপায় নেই। ৬ ফুট লম্বা ছেলেটা গায়ের রঙ শ্যামলা, গাল ভর্তি ছাপ দাঁড়ি, চুলের স্টাইল কোনো নায়কের থেকে কম না তার ফ্যাশন আর লুকে যেকোনো মেয়ে এক দেখাতেই প্রেমে পরতে বাধ্য। প্লেনে বসে আবির অবলীলায় ভেবে যাচ্ছে অতীতে ফেলে আসা স্মৃতি গুলো। সেই চাঞ্চল্যকর মুহুর্তগুলো এখন শুধুই স্মৃতির পাতায়। মা কে রেখে এসেছিল সেই যৌবনের প্রথম দিকে যখন তার বয়স ছিল ১৮ । সেই সময়ে মা ই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। আজ সে ২৪ বছরের যুবক। এতগুলো বছরের একটা দিনও বাদ যায় নি যে মায়ের সাথে ফোনে কথা বলে নি সে। বাড়ির সকলের সাথেই মোটামুটি কথা বলার চেষ্টা করেছে। ছোটবেলার স্মৃতি গুলো ভাবতে ভাবতে নিজের দেশে পৌছে গিয়েছে আবির। এয়ারপোর্টে আবিরের বাবা ‘আলী আহমদ খান’ আর তানভীর দাঁড়িয়ে আছে। তানভীর সম্পর্কে তার চাচাতো ভাই আর বয়সে ২ বছরের ছোট কিন্তু দুজন দুজনের বেস্ট ফ্রেন্ড আর কলিজার বন্ধু । তানভীর আবিরকে দেখেই দৌড়ে এসে জরিয়ে ধরলো। এই ৭ বছরে একবারের জন্য ও বাড়ি ফেরেনি আবির। তবে প্রতিনিয়ত কথা হয় আবির তানভীরের। আবির